নিমগ্ন - বেলায়
দিব্যেন্দু দলুই

খেত-মজুরের কাজ; রোদে রোদে পুড়েছে পালক...
অবসর হাওয়া পেলে? সখের বাঁশিতে রাখে ঠোঁট
মেয়েটি দাঁড়ালো এসে, ছেলেটি তো এখনো বালক
মেয়েটি তাকালো হেসে, সেই হাসি পাতার কুটির

তার পাশে? একলা গাছ পেতে রাখে একঠাঁই ছায়া
খেতের কপাল ফেটে গড়ানো রক্তের মতো পথ
পথের চলন বাঁকা, আর পথ এতই বেহায়া
কিছুতেই থামবে না সে, না-পেলে নদীর দেখাটুকু

নদীও ভীষণ ক্লান্ত, পায়ে পায়ে ঋণ জমে তার
আঁকাপথ, বাঁকাপথ, বহুদূর বহুদূর ঘাট
কোমরেতে কলসী দোলে, বুকে দোলে মেঘরাশিভার
গলায় পিপাসা বেঁধা, ছেলেটি তো ফেরারী চাতক

ধানে ধানে মেঠো গান প্রসারিত সোনালী আলোকে
ধানে ধানে নিবে যায়, মরে যায় উদাসিনী ঢেউ
দুধের শিশুর মতো পাকা ধান কেঁদে ওঠে শুনে
হাতের জল্লাদ কাস্তে থমকে যায় ক্ষণিকের ভুলে

আতঙ্কে ধানের গাছ পরস্পর চুম্বনে - আদরে
মিশে যায়; দুলে যায়; ছেলেটি মাথার বোঝা রাখে
নিজে হাতে ভাত রেঁধে অন্নপাত্র লুকিয়ে চাদরে
মেয়েটি দাঁড়ায় আর মাথায় দুপুর জ্বলে একা

পাতায় পাতায় লাগে আলোর হাত, সুখ শিহরণ...
পাখিরা ঘুমিয়ে গেছে; জেগে আছে আশ্রয়ের ডাল...
স্পর্শ দাও নিবিড়তা, ডুবে যাক্, পথচারী মন
ছেলেটি হা-ঘরে ডিঙা, মেয়েটি নদীর পরিজন

কুশলসংবাদ
মুক্তিপ্রকাশ রায়

কৈশোর রয়ে গেছে বালিশের তুলোর আড়ালে
আড্ডাপ্রিয় নদী থেকে ভেসে আসে কৌতূহলী হাওয়া
ঘুড়ির মতোই তাতে উড়ে গেল কুশলসংবাদ
সঙ্গসুখলোভী মাঠ যদিও উন্নয়নে চাপা পড়ে গেছে

পাশ থেকে এই যেন উঠে গেল বন্ধুবান্ধব
পিঠের ওপরে এই থলি যেন দৃষ্টিবিভ্রম
পিছনে কেবল দরজা সশব্দে বন্ধ হয়ে যায়
তালায় মরচে পড়ে...কালো জলে ডুবে যায় চাবি

ফিরবার পথ নেই... দেশান্তরী হাওয়া লাগে পালে
কিশোর ফেরে না আর
কৈশোর রয়ে যায়
বালিশের তুলোর আড়ালে